সংবাদ

তারিখ 27 APR 2012 ......
পৃষ্ঠা ....

ছাত্র ইউনিয়নের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

দেশের গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের সবকিছুতেই ছাত্র ইউনিয়নের অবদান আছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, বর্তমানে দেশের যা কিছু অর্জন ও গৌরবের সব কিছুই ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের আন্দোলনের ফসল। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬২'র গণ আন্দোলন, ৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনসহ সব আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং দেশ ও জাতিকে সংকটময় অবস্থা থেকে রক্ষা করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গৌরবোজ্জ্বল ছাত্র ইউনিয়নের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

রাশেদ খান মেনন বলেন, সামরিক শাসনের সময় ছাত্র ইউনিয়নকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু ২০১২ সালে দেশ যখন প্রযুক্তির গৌরবে এগিয়ে চলছে তখন আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ অবক্ষয়ের পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে আছে। এই ধরনের পঙ্কিলতা থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্র ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের বর্তমান রাজনীতি গুপ্তহত্যা ও বিচারবর্হিভূত হত্যানীতিতে পরিণত হয়েছে। দেশকে এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষানীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা অনেক কষ্ট করে জাতীয় শিক্ষানীতি পেয়েছি। এই শিক্ষাকে সুযোগ হিসেবে নয়, শিক্ষাকে আমাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্থান দিতে হবে।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। এর জন্য লড়াই করেছি। এইসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন দিয়ে শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।

ছাত্র ইউনিয়নের আরেক সাবেক সভাপতি ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন পতাকা এবং কবুতর উড়িয়ে সমাবেশের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই সব অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে এগিয়ে গেছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ছাত্র

ছাত্র : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ছাত্র : ইউনিয়নের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ইউনিয়নের বর্তমান কর্মীরা অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল ধারা আগামীতেও অব্যাহত রেখে। ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি ভাষাসৈনিক অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতি-মানবতা রক্ষার লড়াইয়ের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ছাত্র ইউনিয়ন ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে এদেশের ছাত্র আন্দোলনে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী ধারা সূচিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত গণতন্ত্র কায়েম, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব প্রকার শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। তিনি বলেন, অতীতে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দেশের সব লড়াই সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়নের নীল পতাকাকে যারা বহন করেছেন এবং বর্তমানেও যারা তা অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আজ আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন পরিবারের নবীন-প্রবীণ সব সদস্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বিকাশে আবারও ছাত্র ইউনিয়ন পরিবার জাতিকে পথ দেখাবে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টির আহ্বায়ক ও ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটির কো-চেয়ারম্যান পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও উদযাপন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ডা. সারওয়ার আলী প্রমুখ। এছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন সময়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ শেষে একটি সুসজ্জিত র‌্যালি ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নবীন-প্রবীণ কর্মীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। নতুন-পুরাতনের সম্মিলনে আয়োজিত মিলনমেলায় এক নতুন প্রাণের স্পন্দন তৈরি হয়।